বার্ত্তা
দীপক রায়

তোমার কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছিলাম
তা পাওনি তুমি
আমার কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছ
তাও আসেনি আমার কাছে
আমরা দু'জনেই অপেক্ষা করি
এক বার্তার জন্য...

অশনি সংকেত
দ্বিজেন আচার্য

লাশ পড়ে ছিল লাশ- অতি ঘোর জঙ্গল মহলে
শুনশান বনবীথি। ডাকছিল শুধু কাক- প্রতি পলে, পলে

হাওয়া ছিল ফিস ফিস। বৃক্ষে-বৃক্ষে কথা বিনিময়
'এ মেয়ে চামেলি বটে-এ বেটি চামেলি নিশ্চয়!'

চামেলি ফেরেনি ঘরে। ক্রমে ক্রমে গাঢ় হয় রাত
উশ্‌খুস ফুলমনি। হাঁড়ি ঢাকা পড়ে থাকে ভাত

এখনো আসে না কেন? —হাঁক দ্যায় উঠানে দাঁড়িয়ে
হিমার্ত ভয়াল রাত, ধেয়ে আসে অকস্মৎ দুহাত বাড়িয়ে

দিকে দিকে দাবানল। বিদীর্ণ হৃদয় পুড়ে খাক
নিঝুম স্তব্ধতা ভেঙে, অসময়ে বারবার ডেকে ওঠে কাক!

গূঢ়মন্ত্র
শৈলেনকুমার দত্ত

বিষন্ন পাতার কাছে হাত পাতি... সে দিয়েছে উন্মুখ প্রশাখা!
গূঢ়মন্ত্র দিয়ে গেছে ন্যুব্জ দেহ বাতিল দেহাতী
সরোবর দেয়নি কুসুম... সে দিয়েছে ভয়ঙ্কর বিষ
গৃহস্থে ঘেরাটোপে তাও শেষে হয়েছে অমৃত!

এই সব বিপননে আমি সাজি সওদাগর ভ্রমে
কমলেকামিনা তাও ডুবে গেছে কাটাকুটি ছলে
তবু দ্বিধা! ত্রস্ত পায়ে ঘুরেছি অলিন্দ
সেখানে সহজ কথা তবু কেউ বলেনি কখনও!

এভাবে হয় না প্রাপ্তি...প্রকাশিত শতমুখ প্রেম
গূঢ়মন্ত্র শুধু থাকে সকলের নিজস্ব আস্তিনে...

এসো বৃষ্টিমেঘ এসো রোদ্দুর
তারাপ্রসাদ সাঁতরা

তোমার চোখের পাতায়
স্থির হয়ে আছে
আমার পালিত ইচ্ছাগুলি

তোমার রূপ শ্রাবনের ধারার মতো
ঝরে পড়ে ঝর - ঝর...
হাত দুটি বাড়িয়ে আছি
উঠোনের দিকে

এসো বৃষ্টিমেঘ এসো রোদ্দুর
উল্লাসে, উজ্জ্বলে-
সব দ্বন্দ্বের অবসান শেষে
প্রথমবার স্পর্শ করি তোমাকে